তারিখ 24 SEP 2017
পৃঃ ... কলাম ...

ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি

ভুল জায়গায় বিনিয়োগ!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রথম পছন্দের তালিকার শীর্ষের দিকে থাকে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি। প্রতি আসনের জন্য প্রতিযোগিতায় নামে অনেকগুণ বেশি শিক্ষার্থী। তদুপরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের বড় অংশ বহন করে সরকার। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার্থীদের ওপর আর্থিক চাপ পড়ে অনেক কম। শনিবার সমকালে 'ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে সাড়ে তিন লাখ টাকা– দুই ছাত্র গ্রেফতার' শিরোনামের খবর সঙ্গত কারণেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে ঘটছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের দাপট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, 'নকলের মহোৎসব' শিরোনাম বেছে নিত সংবাদপত্র। ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি প্রদানের ঘটনাও বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নগদ নজরানা প্রদানের ঘটনার কথাও শোনা যায়। এমনকি ছাত্রনেতারাও এ অসাধু প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। অর্থ গ্রহীতাদের বেশিরভাগ শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কেউ বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না। এদের কারণে ভর্তির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম-কানুন চালু ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটে (কলা অনুষদ) ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক শিক্ষার্থী প্রক্সিদাতার সঙ্গে সাড়ে তিন লাখ টাকায় চুক্তি করেছিল। এতে শেষ রক্ষা হয়নি। প্রক্সিদাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ায় কী ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হবে সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে। মূল যে পরীক্ষার্থী তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে চারদিকে যেভাবে অনিয়ম-অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে সেটা দেখে সে হয়তো ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত হয়। কোনো অশুভ চক্রও তাকে প্ররোচিত করে থাকতে পারে। বিষয়টি নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখা হবে। তবে সে একটি ভুল করেছিল– বুঝতে পারেনি, এটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়! সব স্থানে যা কিছু করে তো পার পাওয়া যায় না!

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং................................
তারিখ................................

[illegible]	
[illegible]	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর